OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 375
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 370 - 375
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ফার্সি সাহিত্যে মুঘল-কোচ সম্পর্কের প্রতিফলন

বিবেকানন্দ রায়
গবেষক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : rs_vibekananda@nbu.ac.in

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Literary Reflection, Koch Dynasty, Diplomatic Relations, Historical Influence, Mughal Economy, Mughal-Koch Culture.

Abstract
The article examines the reflection of Mughal-Koch relations in Persian literature, providing a comprehensive analysis of how Persian literary works from the Mughal era portray the political, cultural, military, and economic interactions between the Mughal Empire and the Koch Bihar region. It highlights the intricate dynamics of Mughal-Koch relations, emphasising how contemporary Persian writers recorded and interpreted these interactions. The research delves into the economic role played by these interactions, detailing the trade, tribute, and economic policies that influenced the region's prosperity. This study contributes to a deeper understanding of regional history and enhances our knowledge of how Persian literature served as a medium for documenting and reflecting on the complex socio-political and economic realities of the Mughal era. By examining these literary portrayals, the article provides a richer and more nuanced perspective on the historical interactions between the Mughal Empire and the Koch Bihar region, revealing the enduring impact of these relations on the cultural, economic, and historical fabric of the region.

Discussion

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি স্থান, যা প্রাচীন কাল থেকে ‘প্রাগজ্যোতিষ’, ‘কামরূপ’, ‘কামতা’ ইত্যাদি নামেও পরিচিত। যদিও এই অংশটি মধ্যযুগীয় ভারতের প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে ছিল, প্রাগজ্যোতিষের ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থান এটিকে কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে সংযুক্ত রেখেছিল। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মান্ড, মাচ্ছ্য, শ্রীমদ্ভাগবত, রঘুবংশ এবং বৃহৎসংহিতা সহ প্রাচীন শাস্ত্রগুলোতে ‘প্রাগজ্যোতিষ’ নামের উল্লেখ রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে প্রয়াগের অশোক স্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের ইতিহাসবিদ দ্বারা লিখিত ‘কামরূপ’ নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে, খ্রিস্টাব্দ ৭ম শতকে, হর্ষ চরিত এবং সি-ইউ-কি তেও ‘প্রাগজ্যোতিষ’ এবং ‘কামরূপ’ নামের উল্লেখ রয়েছে। নীলাম্বরার পর, বিশ্বসিংহ (কোচ প্রধান) তার গোষ্ঠীর শক্তি সংগঠিত করেন। প্রায় ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কামতা রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর তার রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ‘কামতেশ্বর’ (কামতার প্রভু) উপাধি গ্রহণ করেন এবং

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 375
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিজেকে রাজা ঘোষণা করেন। এই রাজবংশটি ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন সময় কামরূপে মুসলিম আক্রমণ হয়েছিল। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন করা। তারা কোনদিনই একটি স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা এই অঞ্চলে গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। পরবর্তীকালে যখন মোগলরা দিল্লি অধিকার করে বাংলার দিকে অগ্রসর হয় তখন তারা কোচ রাজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। যা পরবর্তীকালে আসাম পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। মুঘলদের এই বিস্তার কোচ রাজ্যকে মোগল সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান প্রদান করে। ফার্সি সাহিত্যে মুঘল-কোচ সম্পর্কের প্রতিফলন গভীর ও বিস্তৃত। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস, সংস্কৃতি, এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে সমৃদ্ধ তথ্য সরবরাহকারী ফার্সি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ হল *আকবরনামা, তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি, পাদিশাহনামা, আলমগীরনামা, ফাথিয়া-ই-ইব্রিয়া* এবং *মাসির-ই-আলমগিরি*। মুঘল সাম্রাজ্য এবং কোচ রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, আমরা বিভিন্ন ফার্সি গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত চিত্র পেতে পারি।

আকবরনামা :

শেখ আবুল ফজল ফার্সি ভাষায় *আকবরনামা* রচনা করেন। এই ফার্সি গ্রন্থটি ১৮৭৭ সালে এইচ. বেভারিজ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এই গ্রন্থটি একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যভাণ্ডার এবং মুঘল-কোচ সম্পর্ক বোঝার জন্য অপরিহার্য উৎস। এটি কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, ভৌগোলিক বিস্তার, অর্থনৈতিক গুরুত্ব, এবং রাজনৈতিক বিশদ বিবরণ প্রদান করে। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, ইতিহাসবিদরা মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব নীতি এবং কোচ রাজ্যের সাথে জটিল সম্পর্কের একটি গভীরতর উপলব্ধি লাভ করেন, যা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উদ্ভাসিত করে।

আকবরনামায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মুঘল সাম্রাজ্য ও কোচ বিহারের সম্পর্ক, যা আকবর এবং কোচ বিহারের রাজা নরনারায়ণের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক জোটের মাধ্যমে শুরু। নরনারায়ণ আফগানদের বিরুদ্ধে সামরিক সহায়তা চাইতে একটি চিঠি লিখেন এবং মূল্যবান উপহার, বিশেষত ৫৪টি হাতি প্রদান করেন, যা তাঁর আনুগত্য ও সদিচ্ছার প্রতীক ছিল।[১] রাজা নরনারায়ণকে 'কোচ জমিদার' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং একজন জ্ঞানী ও তপস্বী শাসক হিসেবে চিত্রিত করেন, যা তাঁদের ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরে।[২] আকবরনামায় কোচ রাজ্যের ভৌগোলিক বিস্তারের বিবরণও পাওয়া যায়। এটি তিরহুট থেকে পশ্চিমে মুঘল নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল পর্যন্ত, করতোয়া নদী পার হয়ে রংপুর ও বগুড়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং দক্ষিণে ঘোরাঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তরে নিম্ন তিব্বত পর্যন্ত পৌঁছাতো।[৩] এই ভৌগোলিক বিবরণ কোচ অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বকে তুলে ধরে।

আবুল ফজলের কোচ বিহারের ঘোড়া ও হাতির খ্যাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুঘল সামরিক সরঞ্জাম এবং কূটনৈতিক বিনিময়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সম্পদগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এতে লক্ষ্মী নারায়ণ ও পরিক্ষিতনারায়ণের মধ্যে বিনিময় করা আতিথেয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোচ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে মুঘল সেনাপতি মান সিংহের অংশগ্রহণের ইতিহাসও পাওয়া যায়। এই বিবরণগুলি দেখায় কিভাবে প্রাথমিক প্রতিরক্ষামূলক জোটগুলি ধীরে ধীরে আরও আক্রমণাত্মক নীতিতে পরিণত হয়, যা অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা পরিচালিত ছিল।[৪]

তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি :

তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি, যা জাহাঙ্গিরের স্মৃতিকথা নামেও পরিচিত। এই গ্রন্থটি আলেকজান্ডার রজার্স দ্বারা অনূদিত এবং হেনরি বেভারিজ দ্বারা সম্পাদিত। এই অনুবাদটি জাহাঙ্গিরের শাসনামলের ইতিহাস এবং মুঘল-কোচ সম্পর্কের গভীরতর বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। স্মৃতিকথাগুলি বিভিন্ন সামরিক অভিযান এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিবরণ দেয়, যা মুঘল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণমূলক নীতি এবং কোচবিহারসহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার প্রথম-হাতের বিবরণ সরবরাহ করে।[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 375
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি-তে জাহাঙ্গিরের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলী মুঘল প্রশাসনের কৌশল ও চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করে, বিশেষ করে কোচ রাজ্য এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্যের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে। তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি এর বর্ণনা অনুযায়ী, কোচ বিহারের জমিদারের দুটি কন্যা, যাদের দেশ পূর্ব প্রদেশগুলির সীমান্তে অবস্থিত, দরবারে আনা হয়। এই কন্যাদের ইসলাম খান জীবিত থাকাকালে বন্দী করেছিলেন। তাদের সাথে জমিদারের পুত্র এবং ৯৪টি হাতি উপস্থিত ছিল। এই হাতিগুলির কিছু জাহাঙ্গির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রেখে দেন।[৬] কোচ বিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ, যিনি বাংলা সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে আগত, সম্মান জানিয়ে ৫০০ মুঘল স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন। তার আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে সম্মানের পোশাক এবং অলঙ্কৃত খঞ্জর প্রদান করা হয়।[৭] যদিও এসব উল্লেখ খুব সংক্ষিপ্ত, তবুও এগুলি থেকে একটি সজাগ দৃষ্টি মুঘল দরবারে লক্ষ্মীনারায়ণের নির্বাসন এবং পরবর্তী মুক্তির কাহিনী বুঝতে পারে।

বাহারিস্তান-ই-গাইবি :

মির্জা নাথান আলাউদ্দিন ইস্পাহানি রচিত *বাহারিস্তান-ই-গাইবি* (ইংরেজি অনুবাদ : এম. আই. বোরাহ, দুই খণ্ড) ১৬০৮ থেকে ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোচবিহারের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করে। বাহারিস্তান-ই-গাইবি অনুসারে, কোচবিহারের শাসক মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন।[৮] এ সময় কামরূপের শাসক ছিলেন পরিক্ষিত।[৯] কোচবিহারের শাসক লক্ষ্মী নারায়ণ কামরূপ দখলের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। বাঙলার সুবাদার পরিক্ষিতের পুরনো শত্রু ছিলেন, কারণ তিনি মুঘল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেননি। অন্যদিকে, লক্ষ্মী নারায়ণ চতুর উস্কানির মাধ্যমে সুবাদারকে পরিক্ষিত আক্রমণ করতে উস্কানি দেন। তবে ইসলাম খান লক্ষ্মী নারায়ণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতারিত হননি। তিনি পরিক্ষিতকে সিংহাসনচ্যুত করতে এবং কামরূপকে লক্ষ্মী নারায়ণের হাতে দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হন।[১০]

এই গ্রন্থে বলা আছে, ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খান পরিক্ষিতের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং মহারাজা লক্ষ্মী নারায়ণ মুঘল বাহিনীর সাথে যোগ দেন। মুঘল বাহিনী ও লক্ষ্মী নারায়ণ যৌথভাবে ধুবড়ি আক্রমণ করেন। ধুবড়ি জয়ের মাধ্যমে পরিক্ষিতের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে।[১১] উভয় পক্ষের যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয় এবং শেষ পর্যন্ত মুঘল বাহিনী পরিক্ষিতকে পরাজিত করে এবং কামরূপ দখল করে। মুঘল সম্রাট কামরূপের গভর্নর পদে লক্ষ্মী নারায়ণকে নিয়োগ দেন।[১২] কাসেম খানের সময়ে, পরিক্ষিত এবং লক্ষ্মী নারায়ণ সুবাদারের হাতে বন্দী হন। পরে, ইব্রাহিম খান সুবাদার নিয়োগ পান এবং সম্রাট তাদের মুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে সেই সময় পর্যন্ত এটি কার্যকর হয়নি। বাঙলাতে যাওয়ার আগে, সুবাদার ইব্রাহিম খান তাদের মুক্তির স্পনসর করেন।[১৩]

এছারাও *বাহারিস্তান-ই-গাইবিতে* কোচ রাজ্যের খুনটাঘাট অঞ্চলে প্রচলিত জাদুবিদ্যার একটি আকর্ষণীয় বর্ণনা প্রদান করে। এই স্থানটি জাদুবিদ্যা এবং তন্ত্রমন্ত্রের জন্য কুখ্যাত। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কৃষকের কাছ থেকে জোরপূর্বক একটি মুরগি নিয়ে যায় এবং কৃষক বিচারকের কাছে ন্যায়বিচারের জন্য আসে এবং যদি ওই ব্যক্তি বিচার থেকে বঞ্চিত হয়, তবে অভিযোগকারী তার জাদুবিদ্যার মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির পেট থেকে মুরগির ডাক বের করতে পারে এবং অভিযুক্তের আপত্তিগুলির মিথ্যাতা প্রমাণ করতে পারে। যদি একজন বিচারকের কর্মচারী কোনো গ্রামে অবস্থান করেন এবং রাতে বা মধ্যরাতে মদ্যপ অবস্থায় জোর করে মাছ দাবি করেন যখন কোনো তাজা মাছ পাওয়া যায় না এবং যদি তিনি নির্যাতন করে মাছ দাবি করতে থাকেন, তবে কৃষকরা আমগাছের কিছু পাতা বা অন্য কোনো গাছের পাতা নিয়ে তাতে কিছু জাদু-মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিতেন। সেই পাতাগুলি সঙ্গে সঙ্গে একটি ছোট ধরনের মাছ হয়ে যেত। যখন মদ্যপ অবস্থায় তিনি এই মাছ রান্না করতেন, তখন সেগুলি রক্তে পরিণত হত। এই মাছগুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যেতেন।[১৪]

পাদিশাহনামা :

মুঘল-কোচ সম্পর্কের ইতিহাসে *পাদিশাহনামা* একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আব্দুল হামিদ লাহোরির রচিত পাদিশাহনামা এবং হেনরি ব্লকমান দ্বারা ইংরেজি অনুবাদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ, যা সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলের প্রথম বিশ বছরকে কেন্দ্র করে রচিত। এই গ্রন্থটি মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত কোচ রাজ্যের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 375
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাথে তাদের সম্পর্ক এবং সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলির বিশদ বিবরণ প্রদান করে। এতে মুঘল সাম্রাজ্যের অভিযানের এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার একটি বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

পাদিশাহনামা অনুসারে, মীর জুমলা কোচবিহারের রাজধানী দখল করার পরে, তিনি সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুককে প্রধান বিচারক নিযুক্ত করেন এবং সমস্ত মূর্তি মন্দির ধ্বংস এবং মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তবে তিনি তার সৈন্যদের স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পত্তি লুট বা ক্ষতি না করার আদেশ দেন এবং শুধুমাত্র রাজা রঘুনাথের সম্পত্তি দখল করার নির্দেশ দেন। মীর জুমলা নিজে যুদ্ধ কুঠার দিয়ে প্রধান হিন্দু দেবতা নারায়ণের মূর্তি ভেঙে ফেলে এবং মসজিদের ছাদে উঠে মোহাম্মদানের নামাজের আহ্বান জানায়। যদিও এই ধর্মীয় উগ্রতা ছাড়া, মীরজুমলা তার নতুন প্রজাদের প্রতি কোনো অন্যায় করতে তার সৈন্যদের অনুমতি দেননি এবং লুটপাটকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[১৫]

আব্দুল হামিদ লাহোরি কোচ বিহারের স্থানীয় লোকদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, খাদ্যাভ্যাস এবং সামরিক কৌশলের বর্ণনা দেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাসিন্দারা তাদের মাথা ও দাড়ি কামায় এবং যেকোনো ভূমি ও জলজ প্রাণী খায়। তাদের সেনাবাহিনী শুধুমাত্র পদাতিক সৈন্য নিয়ে গঠিত। তাদের নৌবহর বড় এবং সুশৃঙ্খল। সৈন্যরা তীর-ধনুক এবং বন্দুক ব্যবহার করে, কিন্তু তাদের সাহস মোহাম্মদানের সৈন্যদের মতো নয়, যদিও তারা নৌযুদ্ধে খুবই সাহসী।[১৬]

আলমগীরনামা :

আলমগীরনামা, মির্জা মুহাম্মদ কাজিম রচিত, মুঘল-কোচ ইতিহাসবিদ্যার একটি মূল্যবান প্রাথমিক উৎস, বিশেষ করে আওরঙ্গজেবের শাসনামলের প্রথম দশকের জন্য। এই দরবারী ইতিহাসগ্রন্থে ওরঙ্গজেবের শাসনের প্রথম দশক এবং কোচ রাজ্য ও আসামের সাথে মুঘল সাম্রাজ্যের সংঘাত ও সম্পর্কের বিষয়ে একটি প্রামাণ্য বিবরণ রয়েছে। এই গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল- ১৬৬৭-১৬৬৮ সালের আহোম-মুঘল যুদ্ধের বিশদ বিবরণ। এই সংঘাতটি মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আক্রমণাত্মক নীতির প্রতিফলন, যেখানে কোচবিহার ও আসামের সাথে সংঘর্ষ অন্তর্ভুক্ত। এই ইতিহাসগ্রন্থে যুদ্ধে পৌঁছানোর পরিস্থিতি, মুঘলদের সামরিক অভিযান এবং তাদের প্রচারণার ব্যর্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে,[১৭] যা অসমীয়া ইতিহাসের বুরঞ্জিস এও বর্ণিত আছে।

এছারাও *আলমগীরনামা*তে কোচবিহার ও আসামের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদের মূল্যবান বিবরণ প্রদান করে। এতে উর্বর ভূমি, কৃষি পদ্ধতি এবং এই অঞ্চলগুলির সমৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফলের উল্লেখ রয়েছে। যেমন, আম, অনানাস, কামরাঙ্গা, কলা, কাঁঠাল, কমলা, লেবু ইত্যাদি সহ বন্য। মোরিচ এবং আদা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি সুগন্ধিত বন্য এবং বাগান ফুল এবং সুগন্ধিত ঔষধি গাছ উৎপাদিত হত, যা ভারতের অন্য কোথাও পাওয়া যেত না। সবচেয়ে মূল্যবান সুগন্ধি উদ্ভিদ হল এলোওয়ে, যা সেখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। আলমগীরনামা এবং ফাথিয়ার সঙ্গে একমত এবং বলে যে রাজধানীতে সুন্দর বাগানগুলি রয়েছে।[১৮] এই ধরনের বিবরণ মুঘল অভিযানের অর্থনৈতিক প্রেরণা এবং এই উর্বর ও সম্পদ-সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার তাদের আগ্রহ বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফাথিয়া-ই-ইব্রিয়া :

ইবন মুহাম্মদ ওয়ালি আহমেদ শিহাবুদ্দিন তালিশ রচিত *ফাথিয়া-ই-ইব্রিয়া* গ্রন্থে কোচবিহার রাজ্যের রাজা প্রণ নারায়ণের শাসনামলের (১৬৩২-১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ) বিশদ বিবরণ প্রদান করে। এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাণ নারায়ণ মুঘল শাসনের অধীনে কিছুদিন স্বাধীনতা ভোগ করলেও, আওরঙ্গজেবের বিজয় এবং নতুন বাংলা ভাইসরয় মির জুমলার কোচ রাজ্যে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি তার জন্য বড় হুমকি হয়ে ওঠে। তিনি মুঘল সম্রাটের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আনুগত্য প্রদর্শন করেন, তবে মির জুমলা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং কোচ রাজ্যে সামরিক অভিযান চালায়। মির জুমলার নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী কোচ বিহার দখল করে। কিন্তু মুঘল আধিকারিকদের ভূমি-মূল্যায়নের প্রচেষ্টায় প্রজারা ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে, ফলে মুঘল বাহিনী কোচ বিহার থেকে বিতাড়িত হয়।[১৯] মির জুমলার অসম অভিযান এবং তার মৃত্যুর পর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 370 - 375
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রান নারায়ণ মুঘলদের কাছে পুনরায় আত্মসমর্পণ করেন। তিনি বাংলার ভাইসরয় শায়েস্তা খানের কাছে পাঁচ লক্ষ সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। শায়েস্তা খান এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং কোচ রাজ্য থেকে মুঘল বাহিনী প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন।[২০]

এই গ্রন্থে বলা আছে, রাজা প্রাণনারায়ণ একজন মহৎ, শক্তিশালী শাসক ছিলেন, যিনি মহিলাদের সঙ্গ উপভোগ করতেন এবং সবসময় পানপাত্র হাতে নিয়ে থাকতেন। তার প্রাসাদে রাজকীয় ব্যবস্থাপনাগুলির মধ্যে একটি গুসুলখানা, দর্শন কক্ষ, ব্যক্তিগত কক্ষ, হারেমের জন্য থাকার ব্যবস্থা, সেবকদের জন্য স্নানাগার, ফোয়ারা এবং একটি উদ্যান ছিল। শহরে রাস্তার পাশে ফুলের বিছানা এবং গাছের সারি ছিল।[২১]

ফাথিয়া-ই-ইব্রিয়া এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে সেই সময়ে জাদু এবং মন্ত্রের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল ব্যাপক। শিহাবুদ্দিন তালিশ বর্ণনা করেন কিভাবে এক খাহাতা সন্ন্যাসী চিলারাই-এর একটি প্রতিমার উপর কিছু জাদুকরী আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন, যার ফলে চিলারাই ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[২২]

মাসির-ই-আলমগিরি :

মুহাম্মদ মুস্তাইদ খান রচিত *মাসির-ই-আলমগিরি* ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে খান-ই-খানানের দ্বারা কোচবিহারের জয়ের বিবরণ দেয়। কোচবিহারের জমিদার প্রাণ নারায়ণ কামরূপ জেলার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, যা মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এই আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায়, মুঘল সেনাবাহিনী খান-ই-খানানের নেতৃত্বে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করে এবং কোচবিহার জয় করে। এই অভিযান মুঘল সাম্রাজ্যের আক্রমণাত্মক নীতির প্রতিফলন এবং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপন ও সংহত করার কৌশল। মাসির-ই-আলমগিরির বিবরণ অনুসারে, কোচবিহার জয়ের পর মুঘল সেনাবাহিনী শহরটির নাম পরিবর্তন করে 'আলমগীর-নগর' রাখে, যা আওরঙ্গজেবের ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে দেখা যায়। এটি মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক দক্ষতা এবং তাদের দখলকৃত অঞ্চলের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।[২৩]

উপসংহারে, প্রবন্ধটি ফার্সি সাহিত্যের মাধ্যমে মুঘল-কোচ সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও উত্তরাধিকারকে তুলে ধরে। এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, ফার্সি সাহিত্য শুধুমাত্র সাহিত্যকর্ম নয়, বরং সেই সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে কাজ করেছে। আকবরনামা, তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরি, বাহারিস্তান-ই-গাইবি, পাদিশাহনামা, পাদিশাহনামা, ফাথিয়া-ই-ইব্রিয়া, মাসির-ই-আলমগিরি এই সাহিত্যিককর্মগুলি মুঘল ও কোচ অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের গভীরতা ও জটিলতাকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ করে দেয় এবং ঐতিহাসিক সময়কালের একটি সমৃদ্ধ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এই লেখাগুলোর উপরে ভিত্তি করে মধ্যযুগের উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতি ইতিহাসের একটি বিশদ বিবরণ পাওয়া সম্ভব।

Reference:

১. Gait, Edward Albert. A History of Assam. 3rd revised ed., Calcutta, 1905. Reprint by B.K. Barua and H.V.S. Murthy, 1963, Calcutta, 1967, p. 57
২. Abu'l-Fazl ibn Mubarak. The Akbarnama of Abul Fazl. Vol. 2, translated by H. Beveridge, Digital Library of India, 1907, p. 10167
৩. Ibid., p. 1067
৪. Ibid., p. 1067
৫. Rogers, Alexander, translator. The Tuzuk-i-Jahangiri; Or, Memoirs of Jahangir. Edited by Henry Beveridge, Prabhat Prakashan, 1978, p. 244
৬. Ibid., pp. 268-269
৭. Ibid., p. 443
৮. Nathan, Mirza. Baharistan-i-Ghaybi. Translated by M.I. Borah, 2 vols., DHAS, 1936.

Reprint, Gauhati, 1984, p. 14

৯. Mirza Nathan AllauddinIspahani, Baharistan-i-Ghaybi, English tr. By M.I. Borah in 2 Vols), DHAS, Gauhati, 1936, Reprint, 1984, p. 18

১০. Ibid., p. 22

১১. Khan ChoudhuriAmanatulla Ahmed, Koch Biharer Itihasa, Eng. tr. S.C. Ghosal, Koch Bihar, 1936, Reprint, Calcutta, 1990, p. 267

১২. Mirza Nathan AllauddinIspahani, Baharistan-i-Ghaybi, English tr. By M.I. Borah in 2 Vols), DHAS, Gauhati, 1936, Reprint, 1984, p. 22

১৩. Ibid, p. 22

১৪. Mirza Nathan AllauddinIspahani, Baharistan-i-Ghaybi, English tr. By M.I. Borah in 2 Vols), DHAS, Gauhati, 1936, Reprint, 1984, p. 273

১৫. Abdul Hamid Lahori, Padishahnama, English tr. By H. Blochmann, Calcutta, JASB, 1872, Reprint, Delhi, 1987, p. 54

১৬. H. Blochmann, Journal of Asiatic Society of Bengal, 1872, p. 55

১৭. Mirza Muhammad Kazim. Alamgimamah. English tr. By Vansittart, H. Asiatic Researches, vol. 11.p. 680

১৮. Ibid, p. 173

১৯. ShihabuddinTalish, Fathiya-i-Ibriya, English tr. H. Blochmann, JASB, 1872, p.62, pp. 8-9, 10-1

২০. Ibid, p. 310

২১. Ibid, p. 310

২২. Ibid, p.64

২৩. Khan, Saqi Musta'd. Maasir-i-Alamgiri. Translated by Jadunath Sarkar, Royal Asiatic Society of Bengal, 1947. P. 24